সমকাল

তারিখ 04 OCT 2015
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

জবিতে ভর্তি পরীক্ষায় 'ড্রেসকোড'

জবি প্রতিবেদক

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ঠেকাতে নিয়মিত বিধিনিষেধের সঙ্গে এবার পরীক্ষার্থীদের পোশাকের ক্ষেত্রেও শর্ত আরোপের চিন্তা-ভাবনা করছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রশাসন। মোবাইল ফোনসহ ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেউ যাতে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে ছেলেদের ফুলহাতা শার্ট ও জুতা-মোজার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে।

জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, এবার জালিয়াতি ঠেকাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পরীক্ষার্থীদের পোশাকের ক্ষেত্রেও শর্ত আরোপের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এ বিষয়ে ভারতের হাইকোর্টেরও একটি রায় আছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্তের বিষয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোতে ব্যাপক প্রচার চালানো হবে।

যে সকল পরীক্ষার্থী ধর্মীয় অনুশাসন মেনে পোশাক পরবে তাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, ধর্মীয় অনুশাসনের পাশাপাশি তারা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন না করার ব্যাপারে যে অনুশাসন আছে তা মেনে চলবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে ধর্মীয় পোশাকের অমর্যাদা করে কেউ যাতে ফায়দা নিতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, পরীক্ষার্থীরা ফুলহাতা শার্ট পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে পারবে না। জুতা-মোজার পরিবর্তে স্যান্ডেল পায়ে আসতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ চেকিং। মোবাইল ফোন, ঘড়ি ও ক্যালকুলেটরসহ সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার আসন পরিকল্পনাতেও এবার পরিবর্তন আনা হবে। এ ছাড়া এবার পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। এ বিষয়ে দুই-একদিনের মধ্যেই নোটিশ জারি করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, এবার ৬টি অনুষদে দুই হাজার ৭৬০টি আসনের বিপরীতে এক লাখ ৮৫ হাজার ৭৯ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। প্রতিটি আসনে লড়বে ৬৭ শিক্ষার্থী। আগামী ৯ অক্টোবর কলা ও আইন অনুষদভুক্ত 'বি' ইউনিটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে।